بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ

খুতবা জুম'আ

আঁ হযরত (সা.) এর মহান মর্যাদার অধিকারী বদরী সাহাবাদের প্রশংসা সূচক গুণাবলী ও ঈমান উদ্দীপক ঘটনাবলীর হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লণ্ডনের বায়তুল ফুতুহ্ মসজিদ হতে প্রদত্ত ২৩ নভেম্বর ২০১৮-এর খোতবা জুমা এর সংক্ষিপ্তসার

তাশাহুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার বলেন :

আজ থেকে পুনরায় আমি বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবীদের স্মৃতিচারণ আরম্ভ করব। সর্বপ্রথম যেই সাহাবীর স্মৃতিচারণ হচ্ছে তার নাম হল হযরত সীনান বিন আবি সীনান (রা.)। বদরের যুদ্ধ, ওহুদ, খন্দক বা পরীখা আর হুদায়বিয়া সহ মহানবী (সা.) যত যুদ্ধের সম্মুখিন হয়েছেন এসব যুদ্ধে তিনি রসূলে করীম (সা.)-এর সফর সঙ্গী ছিলেন। বয়আতে রিজওয়ানে সর্বপ্রথম কে বয়আত করেছেন সে সম্পর্কে মতানৈক্য রয়েছে। ওয়াকিদির মতে হযরত সীনান বিন আবি সীনানই সর্বপ্রথম বয়আত করেছিলেন। বয়আতে রিজওয়ানে মহানবী (সা.) যখন মানুষের বয়আত নেওয়া আরম্ভ করেন তখন হযরত সীনানও (রা.) হাত প্রসারিত করেন যে আমার বয়আত নিন। এতে মহানবী (সা.) বলেন, কোন শর্তে বয়আত করছো? তিনি (রা.) নিবেদন করেন, হয়তো বিজয় অথবা শাহাদত বরণ, এ দু'টোর একটি শর্তে বয়আত করছি। অন্যরাও তখন বলা আরম্ভ করেন যে, যেই শর্তে হযরত সীনান (রা.) বয়আত করছেন আমরাও ঠিক একই শর্তে বয়আত করছি। জ্যেষ্ঠ মুহাজের সাহাবীদের একজন ছিলেন হযরত সীনান (রা.)। তালেহা বিন খোয়ালেদ নবুওয়াতের দাবি করলে সর্বপ্রথম হযরত সীনান (রা.) পত্র লিখে মহানবী (সা.)-কে অবহিত করেন, সে সময় তিনি বনু মালেক রসূলুল্লাহ্‌র যাকাত সংগ্রহকারী কর্মকর্তা নিযুক্ত ছিলেন।

দ্বিতীয় সাহাবী যার স্মৃতিচারণ হবে তিনি হলেন হযরত মেহজা, তিনি হযরত উমরের ক্রীতদাস ছিলেন। বদরের যুদ্ধে তিনি সর্বপ্রথম শহীদ হয়েছিলেন। তিনি প্রাথমিক হিজরতকারীদের একজন ছিলেন। হযরত সাঈদ বিন মুসায়েবের বর্ণনা অনুসারে হযরত মেহজা যখন শহীদ হন তার মুখে এই শব্দ উচ্চারিত হচ্ছিল **'আনা মেহজাও ওয়া আলা রাব্বিরজিও'** অর্থাৎ আমি মেহজা আর আমার মনিবের দিকে প্রত্যাবর্তন করতে যাচ্ছি।

আরেকজন সাহাবী হলেন হযরত আমের বিন মুখাল্লাদ (রা.)। বদর এবং ওহুদের যুদ্ধে তিনি অংশ নেন আর ওহুদের দিন তিনি শাহাদত বরণ করেন।

আরেক সাহাবী ছিলেন হযরত হাতেব বিন আমর বিন আবদে কায়েস আব্দে শামস। মহানবী (সা.)-এর দ্বারে আরকামে যাওয়ার পূর্বে তিনি হযরত আবু বকরের তবলীগেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। ইথিওপিয়ার দিকে দু'বার হিজরত করেছেন, একটি রেওয়ায়েত অনুসারে প্রথম হিজরতে সর্বপ্রথম যে ব্যক্তি ইথিওপিয়ায় যান তিনি হযরত হাতেব বিন আমের বিন আব্দে শামস ছিলেন। বদরের যুদ্ধে তার ভাই হযরত সালিদ বিন আমরের সাথে যোগদান করেন আর ওহুদের যুদ্ধেও তিনি অংশগ্রহণ করেছিলেন। হযরত হাতেব বিন আমর মহানবী (সা.)-এর সাথে হযরত সওদা বিনতে জামার বিয়ে করিয়েছেন। হুদায়বিয়া নামক স্থানে যেখানে বয়আতে রেজওয়ান অনুষ্ঠিত হয়েছিল তাতেও তিনি অংশ গ্রহণ করেছেন।

একজন সাহাবী ছিলেন হযরত আবু হুজায়মা বিন আওস। তার মায়ের নাম ছিল আমর বিনতে মাসউদ। হযরত মাসউদ বিনতে আউসের তিনি ভাই ছিলেন। হযরত মাসউদ বিন আউসও বদরের যুদ্ধে যোগদান করেন। তিনি বদর, ওহুদ এবং পরীখা সহ সকল যুদ্ধে মহানবী (সা.)-এর সাথে ছিলেন। হযরত উসমান (রা.) এর খেলাফতকালে তার মৃত্যু হয়েছে।

আরেকজন সাহাবী হলেন হযরত তামীম মওলা খেরাশ। বদর এবং ওহুদের যুদ্ধে তিনি যোগদান করেন।

হযরত মুনযের বিন কোদামা ছিলেন অপর এক সাহাবী। তিনি বদর এবং ওহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। আল্লামা ওয়াকিদির মতে বনু কায়েনকার বন্দীদের দেখাশোনার জন্য তাকে নিযুক্ত করা হয়েছিল।

এরপর হযরত হারেস বিন হাতেব ছিলেন অপর এক বদরী সাহাবী। হযরত হারেস বিন হাতেব এবং হযরত আবুল লুবাবা বিন আব্দেল মুনজের মহানবী (সা.)-এর সাথে বদরের যুদ্ধের জন্য যাচ্ছিলেন, রওহা নামক স্থানে মহানবী (সা.) হযরত আবুল লুবাবা বিন আব্দুল মুনজেরকে মদীনার শাসক এবং হারেস বিন হাতেবকে বনু আমের বিন আউফের আমীর নিযুক্ত

করে মদীনায় ফেরত পাঠান তথাপি তাদের উভয়কে বদরের সাহাবীদের মাঝে গণ্য করে মালে গনীমত থেকে অংশ দিয়েছেন। হযরত হারেস বিন হাতেব বদর, ওহুদ এবং খন্দক সহ বয়আতে রেজওয়ানেও মহানবী (সা.)-এর সাথে যোগদানের বা অংশগ্রহণের সম্মান তার লাভ হয়েছে। খায়বারের যুদ্ধে যুদ্ধ চলাকালে এক ইহুদী দুর্গের ওপর থেকে তাকে তীর ছুড়ে যা হযরত হারেস বিন হাতেবের মাথায় লাগে এর ফলে তিনি শাহাদত বরণ করেন।

আরেকজন সাহাবী ছিলেন হযরত উকবা বিন ওয়াহাব (রা.)। তিনি বদর, ওহুদ, খন্দক সহ সকল যুদ্ধে রসূলে করীম (সা.)-এর সাথে ছিলেন। মদীনায় ইহুদীদের একটি গোত্র মহানবী (সা.)-এর সাথে স্বাক্ষাতের জন্য আসলে তিনি (সা.) তাদেরকে তবলীগ করেন, যা তারা প্রকাশ্যে প্রত্যাখ্যান করে। তখন যেসব সাহাবী তাদেরকে এই পরিস্কার অস্বীকারের জন্য ধিক্কার জানান তাদের মাঝে উকবা বিন ওয়াহাবও ছিলেন।

আরেকজন সাহাবী হলেন হযরত হাবীব বিন আসওয়াদ। তিনি বদর এবং ওহুদের যুদ্ধে যোগদান করেন।

এরপর এক সাহাবী হলেন হযরত হুসায়মা বিন আনসারী। তিনি বদর, ওহুদ আর খন্দক সহ সকল যুদ্ধে মহানবীর সাথে ছিলেন। তিনি হযরত মুয়াবিয়া বিন আবি সুফিয়ানের যুগে ইন্তেকাল করেন।

হযরত রাফে বিন হারেস ছিলেন একজন সাহাবী। তিনি বদর, ওহুদ, খন্দক সহ সকল যুদ্ধে মহানবীর সাথে ছিলেন। হযরত উসমানের খিলাফতকালে তার ইন্তেকাল হয়।

আরেক সাহাবী হলেন হযরত রুখায়লাবা বিন সালেবা আনসারী। বদর এবং ওহুদের যুদ্ধে তিনি অংশগ্রহণ করেছেন। তিনি সিফফিনের যুদ্ধে হযরত আলীর সাথে ছিলেন।

এরপর আরেকজন সাহাবী হলেন হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ বিন রেয়াব। হযরত জাবেরকে সেই ছয় ব্যক্তির মাঝে গণ্য করা হয় যারা আনসারদের মধ্য থেকে সর্বপ্রথম মক্কায় ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। হযরত জাবের (রা.) বদর, ওহুদ এবং খন্দক সহ সকল যুদ্ধে মহানবী (সা.)-এর সফর সঙ্গী ছিলেন। তিনিই ছিলেন সেই ব্যক্তি যিনি উকাবার প্রথম বয়আতে আনসারদের মধ্য থেকে সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

বদরের যুদ্ধে যোগদানকারী আরেকজন সাহাবী হলেন হযরত সাবেত বিন আকরাম বিন সালেবা (রা.)। বদরের যুদ্ধসহ সকল যুদ্ধে রসূলে করীম (সা.)-এর সাথে তিনি যোগদান করেছেন। এরপর মওতার যুদ্ধে হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন রৌহার শাহাদতের পর ইসলামে মুসলমানদের পতাকা সাবেত বিন আকরাম নিজের হাতে নেন এবং বলেন যে, হে মুসলমানদের বিভিন্ন দল! তোমাদের মধ্য থেকে কোন ব্যক্তিকে নিজেদের সর্দার নিযুক্ত কর। সবাই বলে আমরা আপনাকে নেতা হিসেবে গ্রহণ করতে চাই। তিনি বলেন যে, আমি এমনটি করতে পারি না। তখন সবাই খালিদ বিন ওয়ালিদকে নিজেদের নেতা নিযুক্ত করে। ইতিহাসে উল্লিখিত রয়েছে, মুতার যুদ্ধের সময় মুসলমানরা যখন শত্রু বাহিনীর সংখ্যা এবং তাদের সাজ-সরঞ্জাম দেখে তখন তারা ধারণা করে যে এই সৈন্যবাহিনীর মোকাবেলা করা সম্ভব নয়। হযরত আবু হুরায়রা বর্ণনা করেন যে, আমি মুতার যুদ্ধে যোগ দেই, শত্রু যখন আমাদের কাছে আসে আমরা দেখেছি যে, তাদের সংখ্যা, অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত ঘোরা, স্বর্ণ, রেশম ইত্যাদির দৃষ্টিকোণ থেকে এদের মোকাবেলা করা কারো জন্য সম্ভব নয়। এটি দেখে আমার নয়ন বিস্ফোরিত হয় এতে হযরত সাবেত বিন আকরাম আমাকে বলেন, হে আবু হুরায়রা! তোমার অবস্থা এমন মনে হচ্ছে যেন তুমি অনেক বড় সৈন্যবাহিনী দেখেছো। হযরত আবু হুরায়রা বলেন, আমি বললাম, হ্যাঁ। তখন হযরত সাবেত বলেন, বদরের যুদ্ধে কি তুমি আমাদের সাথে যোগদান কর নি। সেখানেও আমাদের সংখ্যাধিক্যের কারণে বিজয় লাভ হয় নি বরং খোদা তা'লার কৃপায় লাভ হয়েছিল আর এখানেও এটিই হবে।

হযরত আবু বকরের খেলাফতকালে হযরত খালেদ বিন ওয়ালিদের সাথে তিনি মুরতাদদের দমনের জন্য যাত্রা করেন। তিনি যখন এই জাতির বসতিস্থলের কাছে পৌঁছেন যারা বাদাখা নামাক স্থানে বসবাস করছিল, তখন তিনি হযরত উকাসা বিন মেহসান এবং হযরত সাবেত বিন আকরামকে শত্রুর সংবাদ সংগ্রহের জন্য গোয়েন্দা হিসেবে পাঠান আর তাদের উভয়েই ঘোড়ায় চড়ে ছিলেন। এই দু'জনের মুখোমুখি হন তুলায়হা এবং তার ভাই সালামা। এরাও তাদের মতই শত্রুদের পক্ষ থেকে গোয়েন্দাগিরীর জন্য পূর্বেই চলে আসে। তোলায়হার মুখোমুখি হোন হযরত উকাসা (রা.) আর সালামার মুখোমুখি হন হযরত সাবেত (রা.)। আর এই দুইজন যারা উভয়ে ভাই ছিলেন তারা উভয় সাহাবীকে শহীদ করে।

এরপর হযরত সালমা বিন সালামা (রা.) ছিলেন আরেকজন আনসারী বদরী সাহাবী। তিনি সেই প্রথম সারির লোকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যারা রসূলে করীম (সা.)-এর প্রতি ঈমান এনেছিল। তিনি উকাবার প্রথম এবং দ্বিতীয় বয়আতে অংশগ্রহণ করেন। বদর সহ সকল যুদ্ধে মহানবী (সা.)-এর সাথে তার যোগদানের সৌভাগ্য হয়। হযরত উমর (রা.)-এর খিলাফতকালে তাকে ইয়ামামার শাসক বা গভর্ণর নিযুক্ত করেন। হযরত সালমা বিন সালামা এবং হযরত আবু সাবরা বিন আবি রাহিমের

মাঝে মহানবী (সা.) ভ্রাতৃত্ব বন্ধন স্থাপন করেন। তিনি তার শৈশবে এক ইহুদী আলেমের নিকট নবী আগমনেরর খবর শুনেছিলেন। সুতরাং যখন মহানবী (সা.)-এর আগমণের সংবাদ পায় তখন ঈমান নিয়ে আসে। হযরত উসমানের যুগে যখন নৈরাজ্য মাথাচাড়া দেয় তখন তিনি নির্জনতা অবলম্বন করেন, খোদার ইবাদতের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করেন। মৃত্যুর সময় তার বয়স ছিল ৭৪ বছর আর মদিনাতেই তার ইন্তেকাল হয়েছে।

বদরের যুদ্ধে যোগদানকারী আরেকজন সাহাবী ছিলেন হযরত জাবের বিন আতিক (রা.)। তিনি বদর সহ সকল যুদ্ধে রসূলে করীম (সা.)-এর সাথে ছিলেন। রসূলে করীম (সা.)-এর ইন্তেকাল পর্যন্ত তিনি মদীনায় ছিলেন। (সা.) হযরত জাবের বিন আতিক এবং হযরত খোব্বাব বিন আরতের মাঝে ভ্রাতৃত্ববন্ধন স্থাপন করেন। হযরত জাবের বিন আতিকের ইন্তেকাল ৬১হিজরীতে এজিদ বিন মুআবিয়ার খেলাফতকালে।

আরেকজন বদরী সাহাবী হলেন হযরত সাবেত বিন সালেবা (রা.) সাবেত বিন জাজরও তাকে বলা হয়। ৭০ জন আনসারীসহ উকাবার দ্বিতীয় বয়আতে বয়আত গ্রহণ করেন। বদর, ওহুদ, খন্দক, হুদায়বিয়া, খায়বার, মক্কা বিজয় এবং তায়েফের যুদ্ধের সময় তিনি মহানবীর সাথে ছিলেন। তায়েফের যুদ্ধে তিনি শাহাদত বরণ করেন।

আরেকজন সাহাবী হলেন হযরত সুহায়েল বিন ওয়াহাব (রা.)। প্রথম যুগেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। ইসলাম গ্রহণের পর ইথিয়পিয়ার দিকে হিজরত করেন আর সেখানে দীর্ঘকাল অবস্থান করেন। ইসলামের প্রকাশ্যে যখন তবলীগ আরম্ভ হয় তখন তিনি মক্কায় ফিরে আসেন। এরপর রসূলে করীম (সা.)-এর হিজরতের পর মদীনায় যান। তিনি যখন বদরের যুদ্ধে যোগ দেন তখন তার বয়স ছিল ৩৪ বছর। তিনি ওহুদ, পরীখা সহ সকল যুদ্ধে মহানবীর সফর সঙ্গী ছিলেন। মদীনায় তার ইন্তেকাল হয়। তার এবং হযরত সুহাইল এর জানাযা মহানবী (সা.) মসজিদে পড়িয়েছেন।

হযরত তোফায়েল বিন হারেস ছিলেন আরেকজন বদরী সাহাবী। হযরত তোফায়েল তার ভাই হযরত উবায়দা এবং হযরত হাসীবের সাথে বদর, ওহুদ এবং পরীখা সহ সকল যুদ্ধে মহানবী (সা.) এর সাথে ছিলেন। রসূলে করীম (সা.) হযরত তোফায়েল বিন হারেসের ভ্রাতৃত্ব বন্ধন হযরত মুনজের বিন মুহাম্মদ আর কোন কোন রেওয়ায়েত অনুসারে হযরত সুফিয়ান বিন নাসেরের সাথে স্থাপন করেছিলেন। হযরত তোফায়েলের ইন্তেকাল হয় ৭০ বছর বয়সে ৩২ হিজরীতে।

আরেক সাহাবী হলেন হযরত আবু সালিদ উসাইরা বিন আমর (রা.)। তিনি বদর এবং অন্যান্য যুদ্ধে মহানবী (সা.)-এর সাথে ছিলেন। বদরের যুদ্ধে তিনি শাহাদত বরণ করেন। তার পুত্র আব্দুল্লাহ তার পক্ষ থেকে বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) গাধার মাংস খেতে বারণ করছিলেন আর সে সময় হাড়িতে গাধার মাংস রান্না হচ্ছিলও, নির্দেশ শোনামাত্র আমরা সেই ডেকচি উল্টিয়ে দেন।

আর এক সাহাবী হযরত সালেবা বিন হাতেব আনসারী, রসূলে করীম (সা.)-এর কাছে এসে নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করুন, তিনি যেন আমাকে ধনসম্পদ দান করেন। তৃতীয়বার তিনি আবার মহানবী (সা.)-এর কাছে আসেন এবং এইভাবেই তিনি নিবেদন করেন যে, আল্লাহ্ তা'লা যিনি আপনাকে সত্য সহ পাঠিয়েছেন দোয়া করুন আমি যেন সম্পদ প্রদত্ত হই। তখন রসূলে করীম (সা.) দোয়া করেন, হে আল্লাহ্! সালেবাকে ধন সম্পদ দান কর। বর্ণনাকারী বলেন যে, তার মাত্র গুটিকতক ছাগল ছিল আর এরপর এতে এত বরকত হয় আর সেগুলো সেভাবে বিস্তার লাভ করে যেভাবে কীট-পতঙ্গ বিস্তার লাভ করে থাকে। আর এমন হয় যে, এগুলো দেখাশোনার জন্য মসজিদে আসার পরিবর্তে তিনি যোহর আসরও সেখানেই পড়া আরম্ভ করেন। সংখ্যা যখন আরো বৃদ্ধি পাওয়া আরম্ভ করে তখন জুমুআয় আসাও বন্ধ করে দেন। জুমুআর দিন রসূলে করীম (সা.) বিভিন্ন মানুষের খবরাখবর নিতেন, তাই সালেবা সম্পর্কে তিনি জিজ্ঞেস করলে লোকেরা বলে, তার কাছে এত বড় গবাদি পশুর পাল রয়েছে যে পুরো উপত্যকা ভরে গেছে, তাই এগুলো দেখাশোনা করতে সময় লেগে যায় আর একারণেই তিনি আসে না। যাহোক, রসূলে করীম (সা.) তার বিষয়ে পরম আক্ষেপ ব্যক্ত করেন, তিনবার তিনি আক্ষেপ প্রকাশ করেন। এরপর যাকাত সংক্রান্ত আয়াত যখন অবতীর্ণ হয় তখন যাকাত সংগ্রহের জন্য দু'ব্যক্তিকে তার কাছে মহানবী (সা.) পাঠান। এরা যখন হযরত সালেবার কাছে যান তখন সালেবা অজুহাত দাঁড় করায়, যাকাত দেয় নি । তখন যাকাত না প্রদানকারীদের সম্পর্কে কোরআনী আয়াত অবতীর্ণ হয়। হুজুর আনোয়ার (আই.) বলেন, এই ঘটনা সম্পর্কে আমার হৃদয়ে অনুভূতি জাগ্রত হয় যে, এটা অসম্ভব, কারণ ইনি একজন বদরী সাহাবী যাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ পরিস্কারভাবে ক্ষমার ঘোষণা দিয়েছেন আর তাদের মাঝে কোন প্রকার কপটতা এবং দুর্বলতা থাকতে পারে না। সুতরাং আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী অনুসন্ধান করে বলেন যে, সালেবা বিন হাতেব এবং সালেবা বিন আবি হাতেব দুই ভিন্ন ব্যক্তিত্ব। কোন বদরী সাহাবী সম্পর্কে এই ধারণা করাই যেতে পারে না যে, তিনি এমনটি করে থাকবেন। অর্থাৎ যাকাত দিবেন না এমনটি হতে পারে না। হুজুর আনোয়ার (আই.) বলেন, আল্লামা

ইবনে হাজার আসকালানিকে আল্লাহ্ তা'লা পুরস্কৃত করুন, তিনি এই বিষয়টি অত্যন্ত পরিস্কারভাবে বর্ণনা করেছেন আর বদরী সাহাবীর ওপর এই যে এক অপবাদ আসছিল তাও এই ঐতিহাসিক ঘটনার বরাতে অপবাদ মুক্ত হয়েছেন।

হযরত সাদ বিন উসমান বিন খালেদ আনসারী আরেকজন সাহাবীর স্মৃতিচারণ হচ্ছে। বদরের যুদ্ধে তিনি যোগদান করে। তিনি সেসব ব্যক্তির একজন যাদের পা ওহুদের যুদ্ধে দোদুল্যমান হয়েছিল। এরপর আল্লাহ্ তা'লা কুরআনে তাদের সবাইকে ক্ষমা করা সংক্রান্ত বাণী অবতীর্ণ করেছেন। হযরত সাদ বিন উসমানের ইন্তেকালের সময় তার বয়স হয়েছিল ৮০ বছর।

আরেকজন সাহাবী হলেন হযরত আমের বিন উমাইয়া। তিনি হযরত হিশাম বিন আমেরের পিতা ছিলেন। তিনি বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। ওহুদে তিনি শাহাদত বরণ করেন। হযরত হিশাম বিন আমেরের পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, ওহুদের যুদ্ধে শহীদদের দাফন করা সম্পর্কে মহানবী (সা.) কে প্রশ্ন করা হলে তিনি (সা.) বলেন, প্রশস্ত কবর খুদো আর দুই-তিন জনকে এক কবরে কবরস্থ কর। তিনি (সা.) আরো বলেন, যে কুরআন বেশি জানে তাকে প্রথমে কবরে নামাও। হযরত হিশাম বিন আমের বর্ণনা করেন, আমার পিতা আমের বিন উমাইয়াকে দু'ব্যক্তির পূর্বে কবরে নামানো হয়।

হযরত আমার বিন আবি সালাহ ছিলেন আরেক জন বদরী সাহাবী। ৩০ হিজরীতে মদীনা মনওয়ারায় উসমানের যুগে তার ইন্তেকাল হয়। ওহুদ, পরীখা এবং অন্যান্য যুদ্ধে তিনি মহানবীর সাথে ছিলেন।

এরপর আরেকজন সাহাবী হলেন হযরত উসমা বিন হুসায়েন। তিনি বদরের যুদ্ধে যোগদান করেন।

আরেকজন বদরী সাহাবী হলেন, হযরত খলীফা বিন আদি, বদর এবং ওহুদ উভয় যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। বদরের যুদ্ধের পূর্বে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন আর সর্বপ্রথম বদরের যুদ্ধে যোগদান করে বদরী সাহবী হওয়ার সম্মান লাভ করেন। এরপর ওহুদের যুদ্ধে যোগদান করেন। হযরত আলীর খেলাফতকালে যত যুদ্ধ হয়েছে সব যুদ্ধে হযরত আলীর সাথে ছিলেন।

আরেকজন বদরী সাহাবী হলেন, হযরত মায়াজ বিন মায়াজ। বদর এবং ওহুদে তিনি অংশ গ্রহণ করেছেন। বীরে মওনার সময় তিনি শাহাদত বরণ করেন। তার সাথে তার ভাই আয়েজ বিন মায়েজও বদরের যুদ্ধে যোগদান করেছিলেন।

হযরত সাদ বিন যায়েদ আলআশারী ছিলেন আরেকজন বদরী সাহাবী। তার সম্পর্ক ছিল আনসারের বনু আব্দেল আশারের সাথে। তিনি বদরের যুদ্ধে যোগদান করেন। কারো কারো মতে বয়আতে উকাবায়ও তিনি যোগদান করেন। তিনি বদর, ওহুদ এবং খন্দকসহ সকল যুদ্ধে মহানবীর সাথে যোগদান করেন। মহানবী (সা.) তার হাতে বনু কোরেজার বন্দীদের পাঠিয়েছিলেন, তাদের বিনিময়ে তিনি নাজাদে ঘোড়া এবং অস্ত্র ক্রয় করেছিলেন। রেওয়ায়েত অনুসারে হযরত সাদ বিন জায়েদ একটি নাজরানী তরবারী মহানবী (সা.)-কে উপহারস্বরূপ দিয়েছিলেন, তিনি (সা.) সেই তরবারী হযরত মুহাম্মদ বিন মাসলামাকে দান করেন এবং বলেন যে, এর মাধ্যমে খোদা তা'লার পথে জিহাদ করবে আর মানুষ যখন পরস্পর মতভেদে লিপ্ত হবে তখন এটিকে পাথরে ছুড়ে মের আর নিজের ঘরে বসে যেও অর্থাৎ কোন প্রকার ফেতনা এবং নৈরাজ্যে অংশ গ্রহণ কর না।

হুজুর (আই.) বলেন যে, আল্লাহ্ তা'লা করুন, আজকের মুসলমান যারা পরস্পরের শিরোচ্ছেদ করছে তারাও যেন এই কথাগুলো মেনে চলতে পারে, পৃথিবীতে যেন শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। আল্লাহ্ তা'লা এইসব সাহাবীর পদমর্যাদা ক্রমাগতভাবে উন্নীত করুন আর আমাদেরকেও নেক কর্ম করার, ত্যাগ স্বীকার করার, নিষ্ঠা এবং আন্তরিকতার নীতির ভিত্তিতে জীবন যাপনের তৌফিক দান করুন।

Khulasa Khutba (Bangla) Huzoor Anwar (atba) 23 November 2018

BOOK POST (PRINTED MATTER)

To .....

.....

From: Ahmadiyya Muslim Mission Nalhati, Piranpara, Birbhum, 731243, W.B